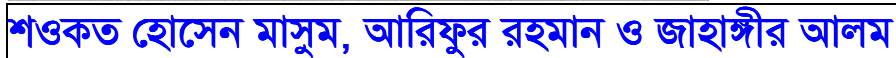


সাকা চৌধুরী ও সালমান রহমান দুই বন্ধু দুই দলের  
নীতিনির্ধারক



বিএনপিতে সাকা চৌধুরী বেগম জিয়ার প্রধান পরামর্শদাতার একজন। চেয়ারপারসনের কার্যালয় বনানীর হাওয়া ভবনে তাঁকে এখন প্রায়ই দেখা যায়। হাওয়া ভবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বিভিন্ন সময় অপেক্ষমাণ থাকেন। কিন্তু সাকা চৌধুরী ব্যতিক্রম। তিনি হাওয়া ভবনে এসে সরাসরি দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেন। বিএনপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম হলো জাতীয় স্থায়ী কমিটি। বিএনপিতে এটা এখন প্রকাশ্য যে, স্থায়ী কমিটির সদস্যদের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ব পান সাকা চৌধুরী।

কিউসি গ্রুপে সাকা চৌধুরীর ব্যবসায়িক অংশীদার বেক্সিমকোর সালমান রহমানেরও প্রায় একই রকম গুরুত্ব আওয়ামী লীগে। তিনি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি খাত উন্নয়নবিষয়ক উপদেষ্টা। শেখ হাসিনার বাসভবন সুধা সদনে সালমান রহমানের উপস্থিতি এখন

সার্বক্ষণিক। তিনি সকাল নয়টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সেখানে থাকেন। খাওয়া-দাওয়াও সেখানেই সারেন। দল ও জোটের নীতিনির্ধারণেও তিনি বড় ভূমিকা রাখেন। শেখ হাসিনাও তাঁকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। সালমান রহমান এখন সভাপতিমণ্ডলীর সভায়ও উপস্থিত থাকেন বলে জানা যায়।

সাকা চৌধুরী এক সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। তবে এখন কোনো পদে নেই। এমনকি জাতীয় নির্বাহী কমিটির দুই শতাধিক পদাধিকারীর মধ্যেও তিনি এখন নেই। নিজ জেলা চট্টগ্রামের (উত্তর) কমিটিতে সদস্য পদেও তাঁর নাম নেই। অথচ তিনিও এখন বিএনপির অন্যতম প্রধান নীতিনির্ধারণকের ভূমিকা পালন করছেন।

আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে ছিল, সালমান রহমান ব্যস্ত ছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে। জোট সরকারের আনুকূল্যও ছিল তাঁর প্রতি। হাওয়া ভবনের তরুণ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কারণে দেশের একজন বড় ঋণখেলাপি হয়েও তাঁর কোনো সমস্যা হয়নি গত পাঁচ বছরে। ভাইদের সঙ্গে সাকা চৌধুরীর বিরোধের সময় সালমান রহমানের বেক্সিমকো ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে মামলা করেছিল সাকার তিন ভাইয়ের বিরুদ্ধে। আর এই মামলার নেপথ্যেও ছিলেন সাকা চৌধুরী। এ ছাড়া আরও একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর সঙ্গেও ছিল সালমান রহমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জোট সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খানের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে হয়েছে বলেও জানা গেছে। সালমান রহমান আইএফআইসি ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি করে দিলে এর ক্রেতা ছিল মোর্শেদ খানেরই এবি ব্যাংক ফাউন্ডেশন। পাঁচ বছর ধরে বিএনপির আনুকূল্য পাওয়া এই ব্যক্তিই এখন আওয়ামী লীগের একজন বড় নীতিনির্ধারণক। অতীতের মতো এখনো সাকা ও সালমানের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও দেখা-সাক্ষাৎ হয় বলে জানা যায়।

জোট সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার পর হঠাৎ করেই সালমান রহমানের দলের অন্যতম প্রধান নীতিনির্ধারণক বনে যাওয়ায় নানা সন্দেহ, সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া আছে খোদ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যেই। একই রকম ক্ষোভ রয়েছে বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যেও। অশ্লীল কথাবার্তায় বিশেষভাবে পারদর্শী সাকা চৌধুরীকে বেগম খালেদা জিয়া কেন এত গুরুত্ব দেন সে প্রশ্ন দলের অনেকেরই। অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে নেপথ্যে থেকে বিএনপির নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও কলকাঠি নাড়ার ক্ষেত্রেও বড় অবদান ছিল এই সাকা চৌধুরীর।

ব্যবসায়িক অংশীদার ও বন্ধুত্ব ছাড়াও সাকা চৌধুরী ও সালমান রহমানের মিল আছে আরও। তাঁরা দুজনই দলের মধ্যে পাকিস্তান 'সংযোগ' হিসেবে আলোচিত। নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহেও তাঁরা ভূমিকা রাখেন। আর সেটার পুরস্কার নীতি-নির্ধারক হওয়ার অন্যতম কারণ বলেও অনেকে মনে করেন। বিশ্বব্যাংক মনে করে, বাংলাদেশের দুর্নীতির প্রধান উৎস এই নির্বাচনী ব্যয়। আর এসব কাজেই যুক্ত হয়ে পড়েছেন সাকা চৌধুরী ও সালমান রহমান।

দলে কোনো পদ না থাকলেও সাকা চৌধুরীকে কী কারণে বিএনপি চেয়ারপারসন এতটা গুরুত্ব দেন এ নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নেতাসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নানা প্রশ্ন আছে। অনেকেই এ বিষয়ে ক্ষুব্ধ। তবু প্রকাশ্যে বলেন না, দলের পদ হারানোর ভয়ে অথবা নিজের যেটুকু গুরুত্ব আছে সেটা যদি আরও কমে যায়-এ আশঙ্কায়।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির একজন নেতা প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা এখন পরিষ্কার বুঝি বেগম খালেদা জিয়ার পরে বিএনপিতে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর প্রতিপত্তি বেশি। কী কারণ জানি না। কিন্তু এটা টের পাই যে কাগজে-কলমে গুরুত্বপূর্ণ নেতারা মিলে একটা পরামর্শ দলের চেয়ারপারসনকে দিলেন। চেয়ারপারসন মোটামুটিভাবে সেটা মেনেও নিলেন। কিন্তু দেখা গেল সাকা চৌধুরী গিয়ে সেটা পাল্টে দিলেন।'

বিএনপির অনেক নেতা জানান, সাকা চৌধুরী তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় গর্বের সুরেই বলেন, 'ম্যাডামকে (খালেদা জিয়া) এটা বললাম, উনি করলেন। ওটা বললাম উনি করলেন।' বিএনপির সহসভাপতি পর্যায়ের একজন নেতা প্রথম আলোকে বলেন, সাকা চৌধুরী তাঁদের বলেছেন তিনি না-কি বেগম খালেদা জিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনে কমিশনার পদে যে-ই নিয়োগ পাক তাতে বিএনপির ক্ষতি নেই। কিন্তু সাকার এই পরামর্শটি বেগম জিয়া না শোনায় বিএনপির কয়েকজন নেতার কাছে আক্ষেপ করেছেন তিনি। ওই নেতা বলেন, 'সাকা চৌধুরী যে এভাবে বাইরে কথাবার্তা বলেন, সেটা খোদ খালেদা জিয়াও জানেন। তবু আশ্চর্যভাবে সাকা চৌধুরীর গুরুত্ব এতে মোটেও খর্ব হয় না।'

দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা জানান, দলের মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য না হয়েও সাকা চৌধুরী এবারও দলের দেওয়া মনোনয়ন পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছেন। ওই নেতা বলেন, এমন অভিযোগও আছে যে, বেশ কিছু ধনাঢ্য ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী নেতাকে মনোনয়ন

দেওয়ার জন্য দলের চেয়ারপারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ চৌধুরী নানাভাবে দরকষাকষিও করেছেন।

যদিও আলাপকালে সম্প্রতি প্রথম আলোকে সাক্ষাৎ চৌধুরী বলেন, হঠাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার মতো কিছু তো আমি করিনি। এমন কী ঘটল? আমি ব্যস্ত থাকি নিজের নির্বাচনী এলাকা নিয়ে। আর এক সময় সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলাম। সেজন্য অনেকে হয়তো অনেক কিছু ভাবে। কিন্তু আমি মনে করি উপদেষ্টা হয়ে যত কম উপদেশ দেওয়া যায় ততই ভালো। তিনি আরও বলেন, গুরুত্ব পাওয়ার মতো কিছু তো আমি সাম্প্রতিককালে করিনি। গুরুত্ব চাই না, সে খায়েশ আমার নেই।

২০০১ সালের আগে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বিএনপির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, ‘এত দিন জানতাম কুকুর লেজ নাড়ায়, এখন দেখছি লেজে কুকুর নাড়ে।’ এ কথা বলার পরে দল থেকে সাক্ষাৎকে বহিস্কার করা হয়। কিন্তু নির্বাচনের আগেভাগে আবার সাক্ষাৎ চৌধুরীকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং দলের মনোনয়ন দেওয়া হয়। এরপর বিএনপি ক্ষমতায় এলে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা করা হয়। এর মধ্যে আবার ইসলামি দেশগুলোর সংস্থা ওআইসির মহাসচিব পদে নির্বাচন করে হেরে গিয়ে বেশ কিছুদিন তিনি চুপচাপ ছিলেন।

দল থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর আবার দলে ফিরে এসে কোনো পদ ছাড়াই দলে সাক্ষাৎকে এতটা প্রভাব বিস্তার করা নিয়ে বিএনপিতে নানা গুঞ্জন আছে। অনেকেই মনে করেন, সাক্ষাৎ পাকিস্তান ও সৌদি আরবের যোগাযোগকে বিএনপি কাজে লাগাতে চায় বলেই তাঁকে দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দলীয় তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভূমিকার বিষয়েও তাঁর গুরুত্ব আছে বলে মনে করা হয়।

তবে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সাক্ষাৎ চৌধুরীর অনেক লোক আছে। তাই ক্ষমতায় না থেকেও নানাভাবে প্রশাসনকে সাক্ষাৎ চৌধুরী প্রভাবিত করেন। এ জন্য বিএনপিতে তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে অনেকে জানান।

এই সাক্ষাৎ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, একজন নির্যাতনকারী, সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর মালিকানাধীন জাহাজে ১৯৯৬ সালে পাওয়া গিয়েছিল অবৈধ সোনা। ‘সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী অভিজাত্যের ছদ্মাবরণে একটি বিশাল সংঘবদ্ধ সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর গডফাদার ও নেপথ্য

নায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁদের সম্ভ্রাসী কর্মকাণ্ড ও রোমহর্ষক অপরাধজগতের পরিধি সুদূরপ্রসারী, যা খুলনার এরশাদ শিকদার, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, ফেনীর জয়নাল হাজারী এবং লক্ষ্মীপুরের তাহের বাহিনী থেকে আরও বহুগুণে ভয়ঙ্কর।' এই বক্তব্য পুলিশের এবং গোপনীয় একটি চিঠির মাধ্যমে তা পাঠানো হয়েছিল পুলিশের মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) কাছে। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল।

পাঁচবার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন সাকা চৌধুরী। এর মধ্যে ১৯৭৯, ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে মুসলিম লীগ, জাতীয় পার্টি এবং নিজের গড়া দল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে। ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে নির্বাচিত হন বিএনপি থেকে।

শেখ হাসিনার বেসরকারি খাত উন্নয়নবিষয়ক উপদেষ্টার পদটি সালমান রহমান পেয়েছিলেন হঠাৎ করেই, গত ১ নভেম্বর। তবে সালমান রহমান ঘন ঘন যাওয়া-আসা শুরু করেছিলেন অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকেই। ২৮ অক্টোবর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে ১৪ দলের একটি বৈঠকে তিনি অযাচিতভাবেই ঢুকে পড়েছিলেন। বিব্রত নেতারা তখন কিছু না বললেও পরে অন্য একটি বৈঠকে ১৪ দলের একজন প্রভাবশালী নীতি-নির্ধারক এ ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সালমান রহমানের মতো একজন ঋণখেলাপি আওয়ামী লীগের কোনো পদে না থেকেও কীভাবে ১৪ দলের বৈঠকে ঢুকলেন? এ ঘটনার পরেই সালমান

সালমান রহমানের মতো একজন বিতর্কিত ব্যক্তির শেখ হাসিনার উপদেষ্টা মনোনীত হওয়াকে মেনে নিতে পারেননি আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী। দলীয় ফোরামে আলোচনা না করেও অনেক নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত তিনি নেন। এ নিয়ে আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতারাও বিব্রত, বিরক্ত। তবে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এ ব্যাপারে দলীয় সভানেত্রীর সামনে মুখ ফুটে কিছু বলতে না পারলেও তাঁদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ থেমে থাকেনি। সম্প্রতি সালমান রহমান সম্পর্কে একটি লিফলেট প্রকাশ করে তাতে মনের ঝাল মিটিয়েছেন ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা। লিফলেটটি দলের তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

শেখ হাসিনা নিজে মনোনয়ন দেওয়ায় আওয়ামী লীগের কোনো পর্যায়ের নেতাই সালমান রহমান সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইছেন না। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনেক কথাই

বলেছেন তাঁরা। আওয়ামী লীগের এ রকম একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা বলেন, ‘সালমান রহমানের মনোনয়নের সঙ্গে আমরা একমত নই। তবে দলীয় সভানেত্রীর সিদ্ধান্ত আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।’

এ সম্পর্কে সালমান রহমান সম্প্রতি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বেসরকারি খাত উন্নয়নবিষয়ক উপদেষ্টা। রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কিছুই নীতি-নির্ধারণে আমার ভূমিকা থাকার বিষয়টি সঠিক নয়।’

সাকা চৌধুরীর ব্যবসায়িক অংশীদার সালমান এফ রহমান বেস্কিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান। এই গ্রুপের রয়েছে অনেক সহযোগী কোম্পানি। ঋণ নেওয়ার জন্যই বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে এই গ্রুপের কর্ণধারেরা। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক, বিশেষায়িত, বেসরকারি ও বিদেশি মিলিয়ে অন্তত ২০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তারা দুই হাজার ৬০০ কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছে। এসব ঋণের মধ্যে প্রায় সোয়া চার শ কোটি টাকা এখন খেলাপি। বড় ঋণখেলাপি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাতিল হওয়া ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। ‘ঋণখেলাপি বলা যাবে না’ আদালতের এ রকম একটি নিষেধাজ্ঞা তাঁর পক্ষে ছিল।

১৯৯৬ সালে ক্ষমতা নেওয়ার পর এই সালমান রহমানের কারণেই সে সময়ের আওয়ামী লীগ সরকার ছিল নানাভাবে বিব্রত। ১৯৯৭ সালের ২৭ জুলাই বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর লুৎফর রহমান সরকারের সঙ্গে বেস্কিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান সোহেল রহমান এবং ভাইস চেয়ারম্যান সালমান রহমান বিস্ময়কর রকম ও নজিরবিহীন নিন্দনীয় আচরণ করেছিলেন। দুই ভাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরকে ধমক ও হুমকি দিয়েছিলেন, যাতে ঋণখেলাপি হলেও তাঁদের কোনো তথ্য কোথাও প্রকাশ না পায়। গ্রেনেডের আঘাতে নিহত সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার বিরুদ্ধে সালমান রহমান নিজের পত্রিকার প্রথম পাতায় বিষোদগার করে সুনামে কলম ধরেছিলেন। শীর্ষ ঋণখেলাপি হওয়ার কারণে একটি ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে সালমান রহমানকে সে সময় কারণ দর্শাও নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সালমানের চোখে জনাব কিবরিয়ার দোষ ছিল সেটাই।

সে সময় এই সালমান রহমান একটি মানহানির মামলাও করেছিলেন। ১৯৯৭ সালের ২২ জুন দায়ের করা মামলার এফিডেভিটে সালমান রহমান লিখিতভাবে বলেছিলেন, ‘বেস্কিমকো গ্রুপের

ভাইস চেয়ারম্যান (সালমান এফ রহমান) ও বর্তমান অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেহেতু কিছু ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেহেতু ধারণা করা যায় যে, তারই প্ররোচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণখেলাপি হিসেবে আবেদনকারীদের নাম পাঠিয়েছে।’

সবশেষে সালমান রহমান চিহ্নিত হয়েছিলেন ৯৬ এর শেয়ারবাজার কেলেকারির অন্যতম হোতা হিসেবে। সরকারি তদন্ত কমিটি আরও অনেকের সঙ্গে বেস্বিমকো গ্রুপকে দায়ী করেছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়। নানা ধরনের প্রভাব খাটানো এবং আইনের মারপ্যাচের কারণে সেই মামলার নিষ্পত্তি এখনো হয়নি। মূলত তাঁর কারণেই প্রায় ১০ বছর ধরে ঝুলে আছে এই মামলা।

প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ